পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

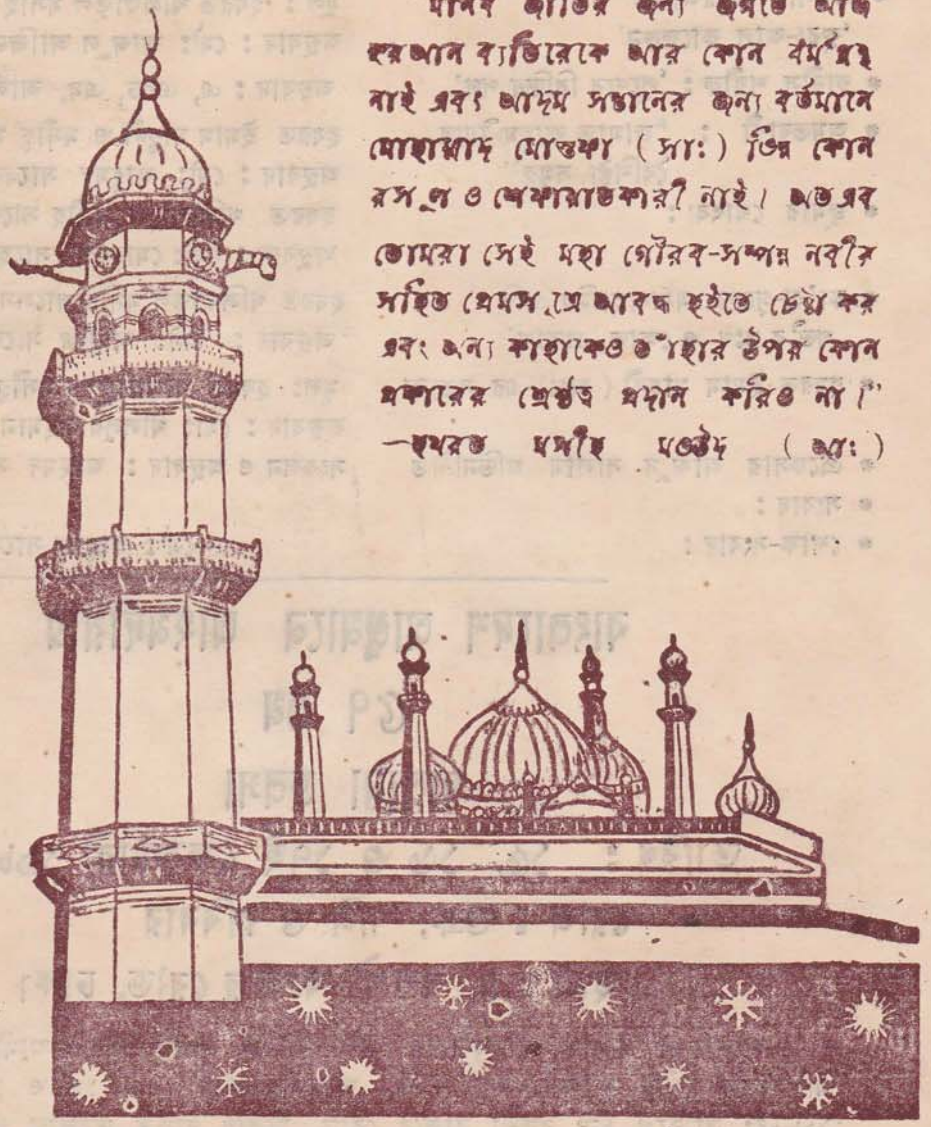

সম্পাদক — এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১৫ শ সংখ্যা

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং : ২৪শে মহররম ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৫ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সূরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : 'পুণ্যের বিভিন্ন পথ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : "জামাত আহ্‌মদীয়ার বৈশিষ্ট্য সমূহ"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর,বাঃ আঃ	৯
* কা'বা-গৃহের মর্যাদাহানির প্রতি গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১৭
* প্রফেসার আব্দুস সালাম অভিনন্দিত	সংকলন ও অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
* সংবাদ :		২২
* শোক-সংবাদ :	—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৪

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৭ তম

সালানা জলসা

তারিখ : ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং

রোজ : শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্।

জলসার সর্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ইং : ১৫ই ফাতাহ্ ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সদর মুরুব্বী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এস্থলে এই প্রশ্নও উঠে যে আল্লাহতা'লা যখন রসুলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়াছিলেন তখন قل শব্দটি অবশ্য মাননসই ছিল; কিন্তু নবী করীম (সাঃ) যখন ওহী পাঠ করিয়ানিলেন অথবা অন্য লোকদিগকে শুনাইয়াদিলেন তারপর তো قل শব্দটি পাঠ করার কোন উপকার হইতে পারে না; ওহী নাযেল হওয়ার সময় قل বলিয়া আরম্ভ করা অবশ্য সমীচীন ছিল কিন্তু পরে قل শব্দকে কুরআনের ওহীর অংশ রূপে মনে করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা একটি হাস্যপ্রদ বিষয়ই হইয়া গেল, কোন ব্যক্তিকে সুরা কাফেরুন পাঠ করিতে হইলে প্রথমে পাঠ করিতে হয় "বল", এখন প্রশ্ন হয়, কে বলিতেছে এবং কাহাকে বলিতেছে? অতএব এখন পাঠ করার সময় শব্দটি বাদ দিয়া দিলে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বাকি থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে যেরূপভাবে পূর্বেও বলা হইয়াছে যে قل শব্দটি বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয় ও সুরার প্রারম্ভে উল্লেখিত হইয়াছে যাহা আমভাবে ঘোষণা করার আদেশ রহিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে কোন বিষয়ের আমভাবে ঘোষণা একা এক ব্যক্তি করিতে পারে না বরং এইরূপ ঘোষণা কোন এক জামা'ত দ্বারাই সম্ভব. যাহারা বংশানুক্রমে প্রচারকার্য, পরিচালিত করিয়া যাইবে যাহাতে প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক দেশে পয়গামটি পৌঁছিয়া যাইতে পারে,

এবং প্রত্যেক বংশের ও প্রত্যেক যুগের লোক উহা শ্রবণ করিতে পারে। যদি ওহীয়ে মুতালওয়ে অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে قل শব্দটি না রাখা হইত তাহা হইলে এই আদেশ কেবল নবী করীম (সাঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাঁহার পরে এই আদেশ বলবৎ থাকিত না ; কিন্তু কুরআনের ওহীতে এই শব্দটি শামিল করিয়া দেওয়ার ফলে ইহা পরম্পরাগত ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবার সুব্যবস্থা হইয়া গেল। আল্লাহতা'লা যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করিলেন, যে তুমি কাফেরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দাও, "হে কাফেরগণ। আমি তোমাদের মা'বুদের আদৌ ইবাদত করি না এবং করিতেও পারিনা ; তখন তিনি কাফেরদের মধ্যে অবশ্য ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু قل শব্দটি প্রথমে বিদ্যমান না থাকিলে মুসলমানগণ ইহাই বুঝিয়া লইত যে এই কাজ কেবল মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল, যাহা তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি মুসলমানদিগকে তাহার উপর অবতাবিত ওহী শুনাইলেন তখন তিনি এইরূপে পাঠ করিলেন। قل يا ايها الكافرون ইহাতে প্রত্যেকটি মুসলমান বুঝিতে পারিলেন যে এই আদেশ কেবল নবী করীম (সাঃ)-এর জাতে-বাবরকত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে বরং এই আদেশ আমার জন্যও রহিয়াছে। কারণ নবী করীম (সাঃ) যখন আমার সম্মুখে ওহী পাঠ করিয়াছেন তখন উহার প্রারম্ভে قل পাঠ করিয়াছেন, ইহাতে কেবল আমাকে সম্বোধন করা হইয়াছে, নবী করীম (সাঃ -কে সম্বোধন করা হয় নাই ; নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং পাঠ করিতেছিলেন এবং আমি শুনিতেছিলাম। এইরূপে সেই ব্যক্তি আদেশ পালনের মাধ্যমে এই আদেশটি পরবর্তী লোকদিগকে পৌঁছাইয়াছিল। যেহেতু ওহীর মধ্যে قل শব্দটি শামিল ছিল, তাই সে পরবর্তী ব্যক্তির সম্মুখে এই ভাবেই পয়গামটি পৌঁছাইয়াদিল অর্থাৎ قل শব্দের পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে যখন قل শব্দ পাঠ করা হইল তখন সে বুঝিয়া লইল যে আমাকে শুধু পয়গামই পৌঁছানো হয় নাই বরং আমার প্রতি এই আশাও করা হইয়াছে যেন আমি পরবর্তী লোকদের নিকট এই পয়গামটি পৌঁছাইয়া দেই। অতঃপর যখন সে তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে পয়গাম পৌঁছাইল তখন সেও قل পাঠ করিল, এই জন্য যে ইহা ওহীর অংশ যাহা আদৌ পরিত্যাগ করা যায় না। এই শব্দ শ্রবণে পঞ্চম ব্যক্তিও বুঝিয়া লইল যে কেবল আমাকেই ইহার উপর আমল করার আদেশ দেওয়া হয় নাই বরং পরবর্তীগণকেও এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই আদেশের পুনরাবৃত্তির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে قل শব্দটি ওহীর অংশ এবং ওহীর অংশরূপে করিয়া দেওয়ার ফলে কত ব্যাপকতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি অন্যান্য সুরা পাঠ করে তখন সে উহাতে বর্ণিত আদেশ অবশ্যপ্রাপ্ত হয় কিন্তু যখন এইরূপ সুরা বা আয়াত পাঠ করে যাহার প্রারম্ভে قل রহিয়াছে তখন সে ইহা বুঝিয়া লয় যে এই আদেশ আগে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য ? সে উহার উপর নিজে আমল করার সঙ্গে অন্য লোকদিগকেও

উহার উপর আমল করার উপদেশ দিতে থাকে এবং তাহাদিগকে এই তাগিদও করিতে থাকে যেন তাহারা পরবর্তীদিগকে এবং পরবর্তীরা তাহাদের পরবর্তীদিগকে এই পয়গাম পেঁছাইতে থাকে।

এখন তোমরা এই হিকমতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপলব্ধি কর যে ঐ সকল লোক কত ভুলের মধ্যে আছে যাহারা বলে যে قل শব্দটি ওহীর সঙ্গে কেন রাখা হইয়াছে? মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ)-কে যাহা বলার ছিল তাহা আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন, এরপর قل রাখার কি ফায়দা হইতে পারে? যদি এই শব্দটি ওহী মোতালও (এমন ওহী যাহা পাঠ করা ও উহার অনুসরণ করা হয়—অনুবাদক)-এ শামিল না করা হইত তাহা হইলে সাধারণভাবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং অনন্তকালব্যাপী তবলীগের ধারা প্রবাহমান থাকা সম্ভবপর হইত না। নবী করীম (সাঃ) এই হিক্‌মতকে যাহা قل শব্দটি ওহীর সঙ্গে শামিল করার ফলে প্রতীয়মান হইতেছে, অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শেষ হজ্জ উপলক্ষে যাহা 'হাজ্জাতুল বিদায়' নামে অভিহিত, মিনাতে অবস্থানরত সাহাবা (রাঃ)-কে ওয়ায করিতে গিয়া উহার শেষাংশে ইরশাদ করিয়াছেন।

الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه ثم قال الا بلغت ، مسلم كتاب الديات)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উপস্থিত আছে সে যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার কথা পৌঁছাইয়া দেয়। খুব সম্ভব, এই কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করার ব্যাপারে অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যোগ্য হইতে পারে।" অতঃপর ইরশাদ করিলেন, "শুন! আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর আদেশ পৌঁছাইয়া দিয়াছি? নবী করীম (সাঃ) এই ওয়াযের মধ্যেও قل ব্যবহার করার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যেন প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উক্ত পয়গামটি ধারাক্রমে পৌঁছাইয়া চলিয়া যায়; কেননা অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে আদেশের গুরুত্ব পূর্ববর্তীগণ অপেক্ষা পরবর্তীগণ বেশী বুঝিয়া ও প্রচার করিয়া থাকে।

আজকাল অনেক লোক বেনামা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দেয় এবং উহাতে লিখিয়া দেয় যে এই পত্রের মযমুনটি নকল করিয়া আরও দশজনকে পাঠাইয়া দাও। কিছু সংখ্যক লোক উহার উপর আমল করে এবং আরও দশজনকে মযমূনটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে সমস্ত দেশে সেই মযমুনটি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এপদ্ধতিটি সাধারণতঃ বাজে কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু প্রচারের জন্য পদ্ধতিটি যে খুবই কার্যকরী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুরআন করীমের কোন কোন সূরা বা আয়াতের প্রারম্ভে قل শব্দটি উল্লেখ করিয়া বস্তুতঃ উক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছে। আসলে এই পদ্ধতিটিও কুরআনই আবিষ্কার করিবার কৃতিত্ব সাধন করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌র পথে ব্যায় ('ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা বাদান্যতা) এবং সাদকাহ্ মর্যাদা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪০৬। হযরত আনাস রাযিল্লাহু আন্‌হু বলেন : "যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলামের নামে কিছু চাওয়া হইত, তিনি সাধ্যানুসারে জরুর দান করিতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিল। তিনি (সাঃ) তাহাকে এত সব ছাগ-ছাগী দান করিলেন যে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যাকা ভরিয়া গেল। যখন সে ছাগগুলি লইয়া তাহার গোত্রের নিকট প্রত্যাগম করিল, তখন যাইয়া বলিল : 'তোমরা ইসলাম কবুল কর। মুহাম্মদ (সাঃ) এরূপ দান করেন, যাহার ফলে দারিদ্র ও অনটনের কোনো আশঙ্কা থাকে না'। এবং ইহাও সত্য যে, যদি কেহ দুনিয়ার জন্য ইসলাম কবুল করে, তবে কিছুকাল পর সে অনুভব করে যে দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সব কিছু তাহার কাছে ইসলাম অপেক্ষা শ্রেয় নয়।,' ['মুসলিম ; কিতাবুল ফাযায়েল; ২ : ৬৯ পৃঃ]

৪০৯। হযরত আবু সায়িদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "একদা আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি গৃহহীণ ভবঘুরে আসিল এবং ডানে-বামে দেখিতে লাগিল। অর্থাৎ, বড়ই অভাব-গ্রস্ত দেখাইতে ছিল। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন :

'যাহার নিকট অতিরিক্ত আরোহণযোষ্য পশু আছে, সে তাহাকে দেউক। ইহার নিকট আরোহণোপযোগী পশু নাই। যাহার অতিরিক্ত খাদ্য-দ্রব্য আছে সে তাহাকে তাহা দেউক। ইহার কোন পাথেয় নাই। তিনি (সাঃ) এই প্রকারে বিভিন্ন মালের নাম লইলেন। এমন কি, আমরা বুঝিতে লাগিলাম যে, সম্ভবতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালে কাহারো কোনো 'হক' নাই এবং তাহার কর্তব্য যে, সে যেন ঐ মাল খোদার পথে ব্যয় করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

['মুসলিম ; কিতাবুল-লুকতাহ্, বাবু ইস্তেহবাবিল মুওয়াসাতে বি-ফযুলিল মাল ; ১-২: ১২৯ পৃঃ]

৪১০। হযরত আদি বিন্‌ হাতেম রাযিয়াল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "সাদাকাহ্ দিয়া আগুন হইতে বাঁচ, যদি অর্ধেকটা খেজুরই দিতে পার।" ['বুখারী; 'কিতাবুল-যাকাহ, 'বাবুৎ-তাকুন নারা ওয়া লাউ বিশ-শিক্কিল্‌ তামরা ; ১:১৯০ পৃঃ]

৪১১। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্‌হা বলেন যে, আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে থাকে, মানুষের নিকটে থাকে, জান্নাতের নিকটে থাকে এবং দোযখ হইতে দুরে থাকে। ইহার বিপরীত, কৃপন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে দূরে, জান্নাত হইতে দূরে কিন্তু দোযখের নিকটে থাকে। মূর্খ বদান্য ব্যক্তি, কৃপন ইবাদত-গোজার ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয়।"

৪১২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন: "বণি ইস্রাইলের তিন ব্যক্তি ছিল। এক কুষ্ঠ রুগী। দুই, মাকুন্দ, টাক পড়া ব্যক্তি। তিন, অন্ধ ব্যক্তি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের পরীক্ষার জন্য তাহাদের নিকট মানবাকৃতি দিয়া এক ফেরেশ্‌তাহ্‌ পাঠাইলেন। প্রথম সে কুষ্ঠ রোগীর নিকট পৌঁছিল এবং তাহাকে বলিল: 'তুমি কি জিনিস পছন্দ কর?' সে উত্তর করিল: 'সুন্দর রঙ্গ, সুবর্ণ ত্বক। আমার বিশ্রী কদাকার চেহারার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করে'। ফেরেশ্‌তা তাহার উপর হাত বুলাইল, আর তাহার রোগ সারিয়া গেল। সে সুশ্রী সুন্দর হইয়া পড়িল। অতঃপর, ফেরেশ্‌তা তাহাকে বলিল: 'তুমি কি ধন সামগ্রী পছন্দ কর?' সে উষ্ট্র বা গাভী নাম বলিল। তাহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর দশ মাসের গভিনী উষ্ট্র সমূহ দেওয়া হইল? ফেরেশ্‌তা দোয়া করিল: 'তাল্লাহ্‌তায়ালা তোমার মালে বরকত দিন'। অতঃপর ফেরেশ্‌তা মাকুন্দের নিকট গেল। জিজ্ঞাসা করিল: সর্বাপেক্ষা কি জিনিস তোমার পছন্দ হয়? সে বলিস: সুন্দর সুশ্রী চুল। আর চাই টাক-রোগ হইতে মুক্তি, যার জন্য লোকে আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতাহ্‌ তাহার মাথায় হাত বুলাইল। রোগ মুক্তি হইল। তাহার সুন্দর চুল গজাইল। ফেরেশ্‌তা বলিল: কোন্‌ মাল তুমি সব চেয়ে পছন্দ কর! সে বলিল: গাভী। তাহাকে গাভিন গাই সমূহ দেওয়া হইল। ফেরেশ্‌তহ্‌ দোয়া করিল: 'আল্লাহ্‌তায়ালা', ইহার মালে বরকত দিন'। অতঃপর, অন্ধের নিকট যাইয়া বলিয়া: 'তুমি সর্বাপেক্ষা কোন জিনিস পছন্দ কর?' সে বলিল: 'আমি চাই আল্লাহতায়ালা আমাকে দৃষ্টি-শক্তি ফিরাইয়া দিন, যেন আমি লোকজনকে দেখিতে পাই'। ফেরেশ্‌তা ঈষৎ স্পর্শ করায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে চক্ষু দান করিলেন। সে দেখিতে লাগিল। অতঃপর, ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্‌ মাল তুমি সব চাইতে পছন্দ কর? সে বলিল: 'ছাগ-ছাগী'। তাহাকে প্রচুর ছাগ-ছাগী দেওয়া হইল। ছাগীগুলি খুব বাচ্চা দিল। বস্তুতঃ উট, গরু ও ছাগল খুব হইল। উহাদের পাল সমূহ দ্বারা উপত্যকা ভরিয়া গেল। কিছু দিন পর, আবার ফেরেস্তা কুষ্ঠ রোগীর নিকট প্রথম যে আকৃতি লইয়া আসিয়াছিল সেই আকৃতিতে উপস্থিত হইল এবং বলিল: 'আমি গরীব মানুষ। আমার আয়-উপায় সব শেষ। খোদাতায়ালার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নাই। যাহাতে আমি গন্তব্যে পৌঁছিতে পারি, আমি খোদাতায়ালার ওয়াস্তে তাঁহার বরাদে তোমার নিকট একটি উট চাহিতেছি। তিনি তোমাকে সুকান্তি বর্ণ মোলায়েম

ত্বক এবং বেশুমার মাল দিয়াছেন'। ইহাতে সে বলিল : আমার অনেক দায়িত্ব। সবকেই কিরূপে দিতে পারি? মানবরূপী ফেরেশ্‌তাহ্ বলিল : 'তুমি সেই দরিদ্র, অভাবাপন্ন কুষ্ঠ রোগীই কি নও, যাহাকে লোকে ঘৃণা করিত? আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে স্বাস্থ্য দিয়াছেন, মাল দিয়াছেন'। ইহাতে সে বলিল : মাল ত আমি বাপ দাদা হইতে ওয়ারিশি পাইয়াছি'। ইহাতে ফেরেশ্‌তা বলিল : "যদি তুমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে তেমন করুন, যেমন তুমি পূর্বে ছিলে।' অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাকওয়ালা মাকুন্দের নিকট গেল, সেই আকৃতিতে যেরূপ প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে তাহাই বলিল যাহা প্রথম লোকটিকে বলিয়াছিল। সেও প্রথম ব্যক্তির মতই উত্তর করিল। ইহাতে ফেরেশ্‌তা বলিল : 'যদি তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে তেমন করুন, যেমন তুমি প্রথমে ছিলে'। অতঃপর ফেরেশতাহ্ সেই আকৃতি ও রূপ লইয়া অন্ধের নিকট গিয়া তাহাকে বলিল : 'আমি এক গরীব মুসাফির। সফরের খর্চা শেষ হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য বিন্ন গন্তব্যে পেঁছার কোনো উপায় দেখিতেছি না। আমি তোমার নিকট সেই খোদার মাধ্যমে চাইতেছি, যিনি তোমাকে তোমার দৃষ্টি-শক্তি দান করিয়াছেন এবং তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বলিল : 'অবশ্য, ইহা সত্য। আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাতায়ালা আমাকে চক্ষু দান করিয়াছেন। দরিদ্র ছিলাম, তিনি ধন দিয়াছেন। যত চান, নিন। যাহা চান রাখিয়া যাউন। সবই তাঁহার দান। খোদাতায়ালার কসম, আজ আপনি যাহাই চান, নিন। আমি কোনো প্রকার কষ্ট বা সংকোচ ইহাতে বোধ করিব না'। ইহাতে সেই মানবরূপী ফেরেশতাহ্ বলিল : তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। এ'ত ছিল পরীক্ষা। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অন্য সাথীদের প্রতি রুষ্ট। তুমি তাঁহার রহমতের যোগ্য এবং তাহারা তাঁহার রোষ গ্রস্ত হইয়াছে'। ['বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু হাদিসুল আব্‌রাস; ১ : ৪৯২ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥
[আরবী 'দুররে সমীন'] —হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য সমূহ"

"যদিও আমাদের জামাত এখনও (হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে—অনুবাদক) বিপুল সংখ্যায় দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে নাই তথাপি পেশওয়ার হইতে বোম্বে ও কলিকাতা এবং হাইদারাবাদ পর্যন্ত এবং কয়েকটি আরব দেশ পর্যন্ত আমার অনুসারীবৃন্দ জগতে ছড়াইয়া আছেন। প্রথমে এই জামাত পাঞ্জাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর এখন আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে উন্নতি লাভ করিয়া চলিয়াছে। আমাদের জামাতে এখনও জনসাধারণ কম এবং বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণই অধিক। ... ...আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফজলে এবং কুদরতে এক শ্রেণীর মৌলবীদিগকে তাহাদের বিদ্বেষমূলক ইচ্ছা-কামনায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া আমাদের জামাতকে অলৌকিকরূপে উন্নতি দান করিয়াছেন এবং এই জামাত ক্রমঅগ্রসরমান। প্রকৃত পক্ষে যে সকল লোক পবিত্রচেতা, খোদা-ভীরু, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল, ধর্মের উন্নতির জন্য আন্তরিক নিষ্ঠাসহ আপ্রাণ সচেষ্ট, খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রতি স্বীয় অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণকারী, ধীমান ও বিচক্ষণ, দৃঢ়সংকল্পশালী এবং খোদাতায়ালা ও রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর প্রেমিক, তাহারাই এই জামাতে বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান এবং এইরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, খোদাতায়ালা এই এরাদাই করিয়াছেন যে, এই জামাতকে যেন বর্দ্ধিত ও ফল-ফুলে সুশোভিত করেন, ইহাতে বরকত দান করেন এবং পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিয়া এ জামাতে প্রবিষ্ট করেন।" (উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে এই জামাত এক কোটীরও অধিক সংখ্যায় জগত ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া চলিয়াছে।—অনুবাদক)

('কিতাবুল বারিয়া,' পৃঃ ২০৪-২০৫ পাদটীকা)

"গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, তেরশত বৎসরে নবুওতের পদ্ধতিতে এরূপ যুগ আর কাহারা পাইয়াছে? এই যুগে আমাদের যে জামাত সৃষ্টি করা হইয়াছে বহুবিধ বিষয়ে এই জামাত সাহাবা কেরাম (রাজিয়াল্লাহুঃ)-এর সহিত সাদৃস্য পূর্ণ। তাঁহারা মো'জেযা ও ঐশী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যেমন সাহারা প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহারা খোদাতায়ালার নিদর্শন এবং তাজা ও নিত্যনুতন ঐশী সাহায্য সমূহের দ্বারা জ্যোতি ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করেন, যেরূপে সাহাবীগণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা খোদাতায়ালার পথে মানুষের হাসি-বিদ্রুপ, অভিসম্পাত ও গাল-মন্দ, আত্মীয় বন্ধ ছিন্নকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম আঘাত সহ্য করিতেছেন

যেরূপে সাহাবা কেরাম (রাঃ) সহ্য করিয়াছিলেন। তাহারা খোদাতায়ালার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী, আসমানী সাহায্য-সমর্থন এবং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষার দ্বারা পবিত্র জীবনের অধিকারী হইয়া চলিয়াছেন, যেরূপে সাহাবা (রাঃ) অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহারা নামাজে কাঁদেন, সেজদার স্থান অশ্রুজলে ভাসাইয়া দেন, যেরূপে সাহাবা (রাঃ) কাঁদিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহারা সত্য স্বপ্ন দর্শন করেন এবং এলহামে-এলাহী দ্বারা ভূষিত হন, যেরূপে সাহাবারা (রাঃ) ভূষিত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা তাহাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ ও সম্পদ শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সেলসেলায় ব্যয় করেন যেরূপে সাহাবারা (রাঃ) ব্যয় করিতেন। তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ বহু ব্যক্তি পাইবেন যাহারা মৃত্যুকে স্মরণ রাখে এবং তাহারা নম্র বিনয়ী এবং সত্যিকার তাকওয়া-নিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান, যেরূপ সাহাবা (রাঃ)-এর চরিত্র-স্বভাব ছিল। ইহারা খোদাতায়ালার প্রতিষ্ঠিত জামাত, যাহাদিগকে খোদাতায়ালা নিজে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং দৈনন্দিন তাহাদের অন্তঃকরণকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করিয়া চলিয়াছেন এবং ঈমানী প্রজ্ঞা ও শক্তিতে পরিপূর্ণ ও বলিয়ান করিতেছেন, তাহাদিগকে আসমানী নিদর্শনাবলীর দ্বারা নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন, যেরূপে সাহাবাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। মোট কথা, এই জামাতের মধ্যে যাবতীয় আলামত ও লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা واخرين منهم لما يلحقوا بهم ['পরবর্তীগণের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল করীম সাল্লাল্লাহুঃ-এর পূর্ণ বরুজ বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদিগকে নিদর্শন দেখাইবেন ইত্যাদি'। (সুরা জুমা, প্রথম রুকু)—অনুবাদক]—আয়াতে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং জরুরী ছিল যে খোদাতায়ালার পবিত্র ফরমান একদিন অবশ্যই পূর্ণ হইত!" (আইয়ামে সুলেহ, পৃঃ ৭২-৭৩)

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

তালিমী পরীক্ষা--জানুয়ারী ১৯৮০ইং

আগামী ১১ই জানুয়ারী, রোজ শুক্রবার ১৯৮০সাল বাংলাদেশ ব্যাপী নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী তালিমী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

(১) পরীক্ষার তারিখ ১১-১-৮০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা।

(২) পরীক্ষার বিষয়-বস্তু :

(ক) আনসার খোদ্দাম ও লাজনা এমাউল্লাহ সদস্যদের জন্য :

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক লিখিত "খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর" (৫০ নম্বর) এবং "ইসলামী নীতি-দর্শন" (৫০ নম্বর)।

(খ) আতফাল ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যদের জন্য :

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখিত 'আমাদের শিক্ষা' (৫০ নম্বর) এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) লিখিত "আহমদীয়াতের পয়গাম" (৫০ নম্বর)

(৩) প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব যথা সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ পরীক্ষার খাতা-অত্র দফতরে পাঠাইবেন।

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান,
সেক্রেটারী তালিম
বাংলাদেশ আঃ আঃ

॥ জুমআর খুতবা ॥

সৈয়দনা হযরত খলিফতুল মসীহ সালেস (আঃ)

[২৩ শে জুন ১৯৬৭ ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

"আমাদের জামাতের বন্ধুগণের জন্য ইহা প্রথম এবং শেষ ফরয, যেন তাঁহারা খাঁটী তৌহীদকে নিজেদের অন্তর এবং পরিবেশের মধ্যে কায়েম করেন।

আমি কদাচার সমূহের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার এলান করিতেছি এবং আশা করি যে প্রত্যেক আহ্‌মদী এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী হইবেন।"

[কলেমা শাহাদত, আউজুবিল্লাহ্ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর প্রথমে ইসলাম প্রচারকে ত্বরান্বিত করার এবং এই যুগে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুত মহা বিপদাবলীর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানব সকলকে শতর্ককরণের কর্তব্য সমাধার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সনে গৃহীত ইউরোপ সফর পরিকল্পার সার্বিক সাফল্যের জন্য জামাতকে বিশেষভাবে দোওয়ার আহ্বান জানান, তারপর হুজুর বলেন] :

"এখন আমি আমার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে বলিব। ইদানীং যে খোৎবাগুলি দিয়া আসিতেছি উহার পূর্বের দুইটি খুৎবা ভগ্নিগণকে সম্বোধন করিয়া দিয়া ছিলাম। এবং কখনও আমি আমার স্কীমে তাহাদিগকেই প্রথম সম্বোধন করিব। পূর্ববর্তী খোৎবাগুলিতে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই দোওয়া করিয়াছিলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফযল দ্বারা যেন তাঁহার বংশে সেই মহিমান্বিত দাসকে জন্মদান করেন, যিনি পূর্ণ দাসরূপে দুনিয়ায় প্রকাশিত হন এবং যাঁহার শিক্ষার দ্বারা দুনিয়ায় খাঁটি তৌহীদ কায়েম হয়। প্রকৃত কথা এই যে, আমরা কেবল তখনই لا اله الا الله وحده لا شريك له কলেমার সাক্ষ্য দিতে পারি, যখন আমরা محمدا عبده و رسوله কথাগুলির তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হই। মোট কথা নবী আকরাম (সাঃ) পূর্ণ দাসরূপে দুনিয়ায় প্রকাশিত হন, যাহাতে খাঁটি তৌহীদ দুনিয়ায় কায়েম হয়।

আমাদের জামাতের ইহাই প্রথম এবং শেষ ফরয যে সকলেই যেন খাঁটি তৌহীদকে নিজ অন্তরে এবং নিজ পরিবেশের মধ্যে কায়েম করে এবং শেরকের সকল জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। আমাদের ঘরে যেন কেবল তৌহীদের দরজা খোলা থাকে এবং আমরা যেন শেরকের সকল পথকে পূর্ণরূপে বর্জন করি এবং তৌহীদের পথে আনন্দের সহিত চলিতে থাকি। আমাদের ভাইগণ এবং মানব জাতি হিসাবে যাহারা আমাদের ভাই হয়, তাহারা এবং আমরা সকলেই যেন খাঁটি তৌহীদের শিক্ষায় কায়েম হইয়া যাই।

তৌহীদ প্রতিষ্ঠার পথে এক বড় প্রতিবন্ধক হইল বেদা'ত এবং কদাচার। ইহা এক কঠোর সত্য যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রত্যেক বেদা'ত এবং প্রত্যেক কদাচার শিরকের পথ স্বরূপ এবং যে খাঁটি তৌহীদে কায়েম হইতে চায়, সে ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি তৌহীদে কায়েম হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সকল প্রকার বেদা'ত এবং কদাচারকে বিসর্জন দেয়।

আমাদের সমাজে কোন কোন লোকের মধ্যে এবং দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ভাবে হাজার হাজার রকমের কদাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আহ্‌মদী পরিবারগণের জন্য ইহা ফরয যে, তাহারা যেন সকল প্রকার কদাচারকে শিকড় হইতে উপড়াইয়া ঘরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যেহেতু স্ত্রীলোকগণকে অবলম্বন করিয়া সমাজ দেহে কদাচার প্রবেশ করে, সেই জন্য আজ ভগ্নিগণই আমার সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য। যদিও সাধারণ ভাবে জামাতের সকল বন্ধু ও ব্যক্তি, পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই আমার সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, হাজার রকমের কদাচার আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিছু পাঞ্জাবে, কিছু অন্য কোন সীমান্তে, কিছু সিন্ধু প্রদেশে, কিছু মিশরে এবং কিছু ইন্দোনেশিয়ার (এবং আরও বিভিন্ন দেশের) আহমদীগণের মধ্যে; আমি প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শহর ও প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক আহমদী পরিবারের মধ্য হইতে এই সকল কদাচার উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে চাই। ইহা আমার লক্ষ্য। ইহার বিস্তারিত বিবরণে আমি এখন যাইতে চাহি না কারণ এখনও আমি অসুস্থ এবং গরমও অত্যাধিক। কিন্তু আমি ইহা প্রয়োজন বোধ করি যে, হে আমার শ্রদ্ধেয় ভগ্নিগণ! হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এক ইশ্‌তাহার যাহা তিনি ১৮৮৫ ইসাব্দে ছাপাইয়া ছিলেন, ইহার কতক অংশ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন:

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

তবলীগ এবং সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে ইশ্‌তাহার

যেহেতু ইহা কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর সহী হাদীস দ্বারা প্রকাশিত এবং সাব্যস্ত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অধিনস্থ ও সংশ্লিষ্ট পরিবার পরিজন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া থাকিলে, তাহাদিগকে বুঝাইতে ও সত্য পথে আনিতে হেদায়েত দেওয়া হইয়াছিল কিনা, তাই আমি কেয়ামতের দিনে এইরূপ প্রশ্নের আশংকায় সমীচীন মনে করিতেছি যে, ঐ সকল স্ত্রীলোক এবং আত্মীয় স্বজনকে (যাহারা আমার নিকট আত্মীয় ও সম্বন্ধবিশিষ্ট) তাহাদের ভ্রান্তি ও কদাচার সম্বন্ধে ইশ্‌তাহার দ্বারা তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিই। কারণ আমি দেখিতেছি যে, আমাদের ঘরে ঘরে রকম

বেরকমের কদাচার ও অশোভন ক্রিয়া-কলাপ, যাহা দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়, কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছে। তাহারা এই সকল কদাচার এবং শরীয়ত বিরোধী কাজগুলিকে এমন ভাবে প্রিয় জ্ঞান করে, যেরূপ নেক এবং ধর্মীয় কাজ সম্বন্ধে করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে বহু বুঝান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা শুনে না। তাহাদিগকে বহু ভয় দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভীত হয় না। যেহেতু মৃত্যুর কোন ঠিক-ঠিকানা নাই এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বড় শাস্তি কিছুই নাই, সেইজন্য আমি তাহাদের মন্দ মানা, মন্দ বলা, উৎপীড়ন ও কষ্ট দেওয়াকে কোন গ্রাহ্য না করিয়া কেবল সহানুভূতির জন্য ও উপদেশ দেওয়ার কর্তব্য পালনের জন্য এই ইশ্‌তাহার দ্বারা তাহাদিগকে এবং অববিষ্ট সকল মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিকে হুশিয়ার করিতে চাই যেন আমার স্কন্ধে কোন দায়িত্ব না থাকে এবং কিয়ামতের দিনে যেন এই কথা কেহ না বলিতে পারে যে, কেহ তাহাদিগকে উপদেশ দেয় নাই এবং সৎপথ প্রদর্শন করে নাই। সুতরাং অদ্য আমি পরিষ্কার ভাষায়, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, সোজা রাস্তা যাহার মধ্য দিয়া মানুষ বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ করে উহা এই যে শেরক্ এবং আচার-অনুষ্ঠান পূজার পথ পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের পথ অবলম্বন কর এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যাহা কিছু বলিয়াছেন এবং তাঁহার রসুল (সাঃ) হেদায়েত দিয়াছেন সেই পথ হইতে বামে বা দক্ষিণে মুখ ফিরাইবে না এবং সঠিক সেই পথে চলিবে। উহার বিপরীত কোন পথ অবলম্বন করিবে না। কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে যে সমস্ত কদাচার প্রচলিত রহিয়াছে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় বহু, তথাপি আমি উহাদের মধ্যে কতগুলি প্রধান প্রধান অনাচারের বর্ণনা করিব, যাহাতে নিষ্ঠাবান স্ত্রীলোকগণ ভীত হইয়া সে গুলিকে পরিত্যাগ করে। যথা :—

(১) মৃত্যু উপলক্ষে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করা এবং শোক-গাথা গাওয়া অধৈর্য প্রকাশক কথা উচ্চারণ করা। এই গুলি এমন এক বিষয়, যাহা করিলে ঈমান ভ্রষ্ট হইবার আশংকা থাকে। এই সকল কদাচার হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মূর্খ মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানকে আপন করিয়া লইয়াছে। কোন প্রিয় জনের মৃত্যু উপলক্ষে মুসলমানগণকে কুরআন শরীফে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, انا لله و انا اليه راجعون অর্থাৎ, আমরা খোদার ধন ও সম্পত্তি, যখন ইচ্ছা তিনি নিজের ধন উঠাইয়া লইবেন। যদি কাঁদিতে হয়, তবে শুধু চক্ষুদিয়া অশ্রুপাত করা বিধেয়। ইহার অতিরিক্ত শয়তানের কাজ।

(২) বরাবর এক বৎসর পর্যন্ত শোক করা এবং নূতন নূতন স্ত্রীলোক গৃহে আসিলে অথবা কোন বিশেষ বিশেষ দিনে শোকগাথা গাওয়া এবং অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া মাথা পিটিয়া চিৎকার করিয়া বিলাপ করা এবং মুখে অবোল-তবোল বকিয়া যাওয়া এবং এক বৎসর পর্যন্ত কোন কোন জিনিষ রাঁধা ছাড়িয়া দেওয়া, এই ওজরে যে, তাহাদের ঘরে অথবা আত্মীয়ের ঘরে মানুষ মরিয়াছে। এইগুলি অপবিত্র আচার এবং পাপ। এই গুলি হইতে দূরে থাকা উচিত।

(৩) শোকগাথা গাহিবার দিনগুলিতে বাজে খরচ করা, হারামখোর স্ত্রীলোক শয়তানের ভগ্নী, যাহারা দুর দুরাঞ্চল হইতে শোকগাথা গাহিবার জন্য আসে এবং অভিনয় করিয়া মুখে ঢাকা দিয়া মহিষের ন্যায় একে অপরের সহিত পাল্লা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তাহাদিগকে ভাল ভাল আহার্য বস্তু খাইতে দেওয়া হয় এবং স্বচ্ছল অবস্থা হইলে নিজের বড়াই দেখাইবার জন্য পোলাও এবং জর্দা রাঁধিয়া আত্মীয় এবং অন্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যেন লোক বাহ্‌বা দিয়া বলে যে, অমুক ব্যক্তি মরিয়া ভাল কীর্তি রাখিয়াছে এবং সুনাম অর্জন করিয়াছে। অতএব, এই সকল কাজ শয়তানী। এইগুলি হইতে তৌবা করা উচিত।

(৪) কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে এবং ঐ স্ত্রীলোক যুবতী হইলেও দ্বিতীয় স্বামী বরণ করাকে মহাপাপ গণ্য করে। এবং সারা জীবন বিধবা থাকিয়া মনে করে যে সে বড়ই পূণ্য অর্জন করিয়াছে এবং সতী সাবিত্রী হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার জন্য বিধবা থাকা শক্ত পাপ। বিধবা হইলে স্ত্রীলোকের জন্য পুনরায় স্বামী বরণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এইরূপ স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে খুবই নিষ্ঠাবতী, যে বিধাবা হইয়া কুচিন্তার ভয়ে কাহাকেও বিবাহ করিয়া লয় এবং বুদ্ধি-হীনা স্ত্রীলোকগণের লান্‌ছনা-গঞ্জনাকে ভয় করে না। যে সকল স্ত্রীলোক খোদা এবং রসুলের হুকুমকে বাধা দেয়, তাহারা স্বয়ং অভিশপ্ত, শয়তানের শিষ্যা। তাহাদের দ্বারা শয়তান নিজের কাজ চালায়। যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং রসুলকে ভালবাসে, তাহার কর্তব্য বিধবা হইবার পর কোন ঈমানদার এবং সৎপ্রকৃতির স্বামী অনুসন্ধান করা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীর খেদমতে রত থাকা বিধবা থাকিয়া ওযিফা পড়া অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়।

(৫) আমাদের জাতির মধ্যে ইহাও এক অত্যন্ত মন্দ কদাচার যে অন্য গোত্রের মধ্যে তাহারা কন্যা দান করা পছন্দ করে না, পরন্তু যথা সম্ভব কন্যা লওয়াও পছন্দ করে না। ইহা নিছক অহংকারের পরিচায়ক। ইহা সম্পূর্ণভাবে শরিয়তের হুকুমের বিপরীত কাজ। সকল বনি-আদমই খোদাতায়ালার দাস। বিবাহ উপলক্ষে মাত্র এইটুকু দেখা উচিত যে যাহার সহিত বিবাহ হইতে চলিয়াছে সে পবিত্রচেতা পুরুষ কি না এবং সে এমন কোন বিষয়ে জড়িত না থাকে, যাহা ফেৎনার কারণ হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইসলামের মধ্যে গোত্র মর্যাদার কোন স্থান নাই, কেবল 'তাকওয়া' এবং সাধুতার মর্যাদা আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন:

ان اکرمکم عند الله اتقاکم

অর্থাৎ—'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি খোদার নিকট বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশী পরহেযগার'।

৭। আমাদের জাতির মধ্যে আরও একটি কদাচার রহিয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে শত শত টাকা বাজে খরচ করা হয়। স্মরণ রাখিবে যে বড় মানুষী দেখাইয়া আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে উপহারের লেনদেন এবং ভোজ এই উভয় কাজই শরীয়ত মূলে হারাম। আতসবাজী করা বাইজীর দ্বারা নাচ-গান এবং ইতর ব্যক্তি দ্বারা রং-রসের অনুষ্ঠান করা, এই সকলই সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইহাতে অযথা অর্থের অপব্যয় হয় এবং মস্তকে পাপের বোঝা চাপে। শুধু এতটুকুই হুকুম আছে যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে বিবাহের পর ওলিমা করিবে।

৭। আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শরীয়ত পালন সম্বন্ধে একান্ত শিথিলতা রহিয়াছে। (ইহা একটি বুনিয়াদী বিষয়, যেদিকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন)। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহাদের উপর জাকাত বাধ্যকর এবং তাহাদের নিকট অনেক অলংকার আছে, অথচ তাহারা যাকাত দেয় না। অথচ অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা নামায পড়া ও রোযা রাখার বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা শের্‌কের কদাচার পালন করে। যেমন, বসন্ত-পূজা এবং অন্যান্য দেবীর পূজা। অনেকে এইরূপ নেয়ায দিয়া থাকে, যাহাতে শর্ত থাকে যে, কেবল স্ত্রীলোকেরা খাইবে, পুরুষে খাইবে না, অথবা কোন ধুমপানকারী খাইবে না। অনেকে বৃহস্পতিবারে মাযারে রাত্রি জাগরণ করে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল পন্থা শয়তানী। আমি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, খোদা তায়ালাকে ভয় কর, নচেৎ মৃত্যুর পরে অবমাননা ও লান্‌ছনার সহিত কঠিন শাস্তিতে পড়িতে হইবে এবং আল্লাহ্‌র এমন গযবে পড়িবে যে, তাহার কোন শেষ নাই।

বিনীত—

গোলাম আহমদ,

কাদিয়ান

(আল-হাকাম, জিলদ ৬, পৃঃ ২৪, তারিখ ১৯০২ সালের ১০ই জুলাই, তবলীগে রেসালত, ১নং জলদ, পৃঃ ৪৮)

এই ইশ্‌তাহারের কতক অংশ আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কদাচার দুনিয়াতে বহুল আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি আহ্‌মদী স্ত্রীলোকদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বিশদ বিবরণে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি কয়েক মাস পূর্বে বিভিন্ন এলাকার মুরুব্বীদের নিকট হইতে তত্রস্থ প্রচলিত বেদা'ত এবং কদাচার সম্বন্ধে বিবরণ লইয়াছি। যদি আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন, তাহা হইলে কোন সময়ে কোন কোন কদাচার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিব, কিন্তু মর্তনানে নীতিগতভাবে প্রত্যেক পরিবারকে আমি এই কথা জানাইতে চাই যে, আমি প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহার পরিজনদিগকে সম্বোধন করিয়া কদাচারের বিরুদ্ধে জেহাদের এলান করিতেছি। আজিকার তারিখ হইতে যে আহ্‌মদী পরিবার এই সকল বিষয় হইতে পরহেয না করিবে এবং আমাদের সংস্কারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধনের দিকে আগাইয়া না আসিবে সেই পরিবার যেন ইহা স্মরণ রাখে, খোদা এবং তাহার জামাত ঐ ব্যক্তির কোনই পরওয়া করে না। তাহাদিগকে জামাত হইতে ঠিক সেইভাবে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে, যেভাবে দুগ্ধে পতিত মাছিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অতএব খোদার আযাব রুদ্রমুর্তিতে আপনার উপর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে অথবা জামাতী নেযামের শাস্তির রঙে খোদার ক্রোধ আপনার উপর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে, নিজের সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং খোদাকে ভয় করুন এবং সেই দিনের আযাব হইতে বাঁচুন, যে দিনের এক মুহূর্তের আযাবও সমস্ত জীবনের সম্ভোগের মোকাবিলায় এরূপ যে উহার জন্য ঐ সমস্ত আনন্দ এবং জীবন কোরবানী দিয়া বাঁচিতে পারিলেও এই সওদা হার্য নয়, পরন্তু সস্তা।

সুতরাং আজ আমি এই সংক্ষিপ্ত খোৎবার দ্বারা প্রত্যেক আহ্‌মদীকে ইহা জানাইয়া দিতে চাই যে, আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী এবং জামাতে আহ্‌মদীয়ার মধ্যে সেই পবিত্রতা কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে, যাহা কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সকল প্রকার বেদাত এবং কদাচারের বিরুদ্ধে আমি জেহাদের এলান করিয়া দিলাম। আমি আশা করি আপনারা সকলে এই জেহাদে শামিল হইবেন এবং দোয়া, উদ্যম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের গৃহগুলিকে পবিত্র করিবার জন্য শয়তানী কুমন্ত্রনার সকল পথকে আপনাদের গৃহের উপর রুদ্ধ করিয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই জেহাদের অর্থ এবং এই জেহাদের দ্বারা খোদাতা'লার তৌহীদ আমাদের ঘরে কায়েম হউক, আমাদের অন্তরে কায়েম হউক, আমাদের স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের অন্তরে কায়েম হউক এবং আমাদের গৃহ-দ্বার শয়তানের বিরুদ্ধে চিররুদ্ধ হউক। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে এবং আপনাদিগকে সকল প্রকার সৎকর্ম করিবার সৌভাগ্য দিন।

(দৈনিক "আল-ফজল'' হইতে অনুদিত)। অনুবাদক—মোহ্‌তারম মৌলবী মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

কাবা-গৃহের মর্যাদাহানির প্রতি

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ

পবিত্র কাবাগৃহে দুষ্কৃতি ও ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা চরম দুশ্চিন্তার কারণ

এই মহান মর্যাদাপূর্ণ গৃহের অসম্মান ঘটিত ব্যাপার আমাদিগকে ভিষণ মর্মাহত করিয়াছে।

রাবওয়া, ২৩ শে নবুওত (নভেম্বর)—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন : 'কাবা-গৃহে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি মূলক ঘটনা চরম উদ্বেগজনক এবং মর্মান্তিক ব্যাপার'।

হুজুর আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুমার নামাজ পূর্ব খোৎবায় কা'বা শরীফে সংঘটিত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন : বিগত কয়েকদিন আমারও এবং আপনাদেরও চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। হুজুর বলেন, ইহা একটি অঘটনীয়, অবাঞ্ছিত ঘটনা ছিল, যাহা ঘটিয়া গেল। দুষ্কৃতিকারীরা মসজিদ-হারামে প্রবেশ করিল এবং ফাসাদ ও বিশৃংখলার পরিস্থিতি তাহারা সৃষ্টি করিল। আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করিয়াছেন যে, সেখানকার বর্তমান সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন। 'আল-হামদু-লিল্লাহ'।

হুজুর বলেন যে, এ ঘটনাটি কোন সাধারণ ঘটনা নয়। একটি চরম ও পরম সম্মানজনক ও মর্যদাপূর্ণ পবিত্র গৃহের বেহুরমতি করা হইয়াছে, যাহা আমাদের অন্তরকে ব্যথাতুর ও ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে এবং আমাদের মাথাকে আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা ও মাহাত্ম্যের আসতানয় ঝুকাইয়া দিয়াছে এবং আমাদিগকে দোওয়া করিবার তওফিক দিয়াছে।

হুজুর বলেন যে, আমরা এক সেকেণ্ড বা এক মূহুর্তের জন্যও এই পবিত্রতম গৃহের অব-মাননা বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা এহন অবস্থায় আর কি বা করিতে পারিতাম ?! আমাদের কাছে যাহাকিছু আছে তাহাই আমরা পেশ করিবার সামর্থ রাখি। সুতরাং আমাদের নিকট সচেতন ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হৃদয় আছে যাহা ঘটনা ও সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়। আমাদের নিকট এরূপ অঝোর অশ্রু আছে যে খোদাতায়ালার অঞ্চল যখন আমরা ধরি তখন উহাকে সেই অশ্রুতে ভাসাইয়া দেই, আমাদের নিকট এরূপ দরদ ভরা আর্তনাদ আছে যে দোওয়া রূপে যখন উহা উত্থিত হয়, তখন সেগুলি আসমানে গিয়া ঠেকে।

হুজুর জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে উপদেশ করেন : তোমাদের কল্যাণ আল্লাহ্‌তায়ালা সাধন করিবেন। তোমরা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার প্রিয়তম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন যাপন কর এবং তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিটি পুরস্কার অর্জনে সচেষ্ট হও।

হুজুর বলেন, আমরা বিনীত আজেয বান্দা হিসাবে সবিনয়ে খোদাতায়ালার সমীপে ঝুঁকিয়াছি এবং এ কয়দিন আমরা দোওয়ার মধ্যে থাকিয়া কাটাইয়াছি এবং খোদাতায়ালার দরবারে ইহার প্রার্থী হইয়াছি যে কোন দুরাচার দুষ্কৃতিকারী যেন ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ আস্পর্দা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সাহস করিতে না পারে।

হুজুর বলেন যে, খানা-এ-কা'বা অথবা মসজিদ-এ-হারামে শুধু মানাসেকে-হজ্ব (হজ্বের নিয়মাবলী) পালনের সহিতই সম্পৃক্ত নয় বরং উহার সম্পর্ক হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর মহান আবির্ভাবের সহিত বিজড়িত, যাহার জন্য আড়াই হাজার বৎসর ব্যাপী হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সন্তান ও বংশধরদিগকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যাহাতে মহা নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর মানবজাতিকে খোদাতায়ালার সমীপে সমক্ষে সমবেত করার মহান দায়িত্ব পালনে তাহারা সমর্থ হয়।

হুজুর (আইঃ) এ পর্যায়ে তাঁহার প্রদত্ত সেই সকল খোৎবার কথা উল্লেখ করেন, যাহা "বয়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের ২৩ টি মহান উদ্দেশ্য" শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। হুজুর জামাতকে হেদায়েত ও নির্দেশ দান করেন যে, তাঁহারা যেন সেই সকল খোৎবা পুনরায় পাঠ করেন এবং নিজেদের মন-মস্তিষ্কে সেগুলিতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুকে পুনরায় তাজা করেন, যাহাতে তাঁহারা বয়তুল্লাহ্ শরীফের আজমত ও মাহাত্ম্য এবং উহার তামীরের মহান উদ্দেশ্যাবলী অবহিত হইয়া সেগুলি যথার্থ রূপে বাস্তবায়ন ও নিজেদের জীবনে রূপায়ণে চেষ্টিত হন। (দৈনিক 'আল-ফজল ; ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

ধানীখোলা (জিলা—ময়মনসিংহ) জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব মনজুর আনাম, এম, এ, এল, এল, বি-এর শুভ বিবাহ তাতারকান্দি (জিলা—ময়মনসিংহ) নিবাসী মরহুম জনাব সৈয়দ নূরুল আলম সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাঃ নুসরত জাহানের সহিত বিশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং তারিখে বাদ নামাজ-জুমা ঢাকা কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। খোৎবা প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে উক্ত বিবাহ সর্বোতঃ বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত উল্লেখ্য, জনাব নূরুল ইসলাম সাহেব অসুস্থতা বশতঃ বিবাহে শরীক হইতে পারেন নাই বিধায় তাঁর আশু ও পূর্ণ রোগমুক্তির জন্যও সবিশেষ দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৮)

এই যুক্তি-প্রমান—যা মূলতঃ শত-সহস্র পৃথক যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত—নবী-রসুলগণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এবং সত্যতা সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ফজলের মাধ্যমেই ঐশীবানী লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"আলেমুল গায়েবে ফালা ইউযহেরু আলা গায়েবহী আহাদান ইল্লা মানির-তাজা মিররাসুলেন"

অর্থ :—তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞত ; তিনি (আল্লাহ) তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতিত অন্য কাহারো নিকট তাঁর গুপ্ত বিষয়াবলী প্রকাশ করেন না। (সুরা আল-জ্বিন : ২৭-২৮) ঐশী-জ্ঞানের প্রাচুর্যের দ্বারা একজন নবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। এরূপ জ্ঞান অন্য কাউকে দেওয়া হয় না অধিক পরিমানে দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং কোন দাবীকারকের সত্যাসত্য নিরূপনের কুরআন করীম অনুঃসৃত এই মাপ-কাঠিকে অস্বীকার করলে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষাকেই অস্বীকার করার সমতুল্য হবে এবং অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের সুস্পষ্ট শিক্ষাকেও অবমাননা করা হবে। কেননা, এমন কি বাইবেল অনুসারেও মিথ্যা নবুয়তের দাবীকারকের পরিচয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সে খোদার নামে কিছু বলবে এবং তার সেই কথা বাস্তবে ঘটবে না (Deut. 18. 22.)।

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মীর্যা সাহেবকে প্রচুর ঐশীজ্ঞান দ্বারা ভূষিত করেছেন যার মাধ্যমে হযরত সাহেব বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে রয়েছে—রাজনৈতিক ঘটনাবলী, মহাজাগতিক নৈসর্গিক ঘটনাবলী, ব্যক্তিগত ঘটনাসমূহ, তাঁর নিজের পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত, তাঁর শত্রুদের চরম পরিণতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী, আসন্ন ঘটনা এবং অবস্থার পরিবর্তনমুলক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। এখন আমরা এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বারটি বিষয়ের উল্লেখ করছি :

১) দুইজনের শাহাদত সম্পর্কে : ইং ১৮৯৩ সনে হযরত মীর্যা সাহেব এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেন : "শাতা'নে তুয্‌বাহান ওয়া কুল্লু মান আলাইহা ফা'ন" অর্থাৎ দুইটি বকরী বধ করা হইবে এবং এখানকার প্রত্যেকেই তাহার চরম পরিণতি লাভ করবে।"

স্বপ্ন-দৃষ্ট শব্দের সাধারণভাবে গৃহীত অর্থ অনুসারে "শাতা'ন" (শাব্দিকভাবে 'শাতান' অর্থ 'দুইটি বকরী') দ্বারা দুজন স্ত্রীলোক অথবা দুজন প্রভুভক্ত এবং সুবিনয়ী প্রজাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ স্ত্রীলোক হতে পারে না, কারণ স্ত্রীলোকদের বধ করার প্রশ্ন আলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং "শাতা'ন" বলতে দুজন প্রভুভক্ত এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। 'তুযবাহান'-এর অর্থ

এই যে, তাদেক বধ করা হবে। ভবিষ্যদ্বাণীটির দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত 'এবং এখানকার প্রত্যেকই তাহার চরম পরিণতি লাভ করিবে'' দ্বারা এই কথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ঐ দুই ব্যক্তিকে বধ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ ব্যাপকভাবে মৃত্যু এবং ধ্বংস ছড়িয়ে পড়বে।

ভবিষ্যদ্বাণীটিতে কোন দেশের নাম উল্লেখ করা হয় নাই ; ইলহামী ভাষার বর্ণনা-রীতি এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকে এবং উহাতে সবকিছু খোলাখুলিভাবে উল্লেখ থাকে না। এতদসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ঘটনার চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) ঘটনাটি এমন একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যে দেশে সাধারণ লোকের বিরোধিতাকে শান্ত করার জন্য প্রভুভক্ত এবং আইনের প্রতি অনুরক্ত নাগরিককে বধ করা যেতে পারে ;

(খ) সেই দুই ব্যক্তি সমাগত নবীর অনুসারীদের মধ্য হ'তেই হবেন, তা না'হলে দু'জন নির্দোষ ব্যক্তিকে বধ করার ভবিষ্যদ্বাণী অর্থপূর্ণ হয় না ;

(গ) দুই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হবে অর্থাৎ বে-আইনীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং ;

(ঘ) ঐ হত্যাকাণ্ডের পর দেশে ব্যাপকভাবে মৃত্যু এবং ধ্বংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়বে।

উপরিল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি বছর পর্যন্ত কোন কিছুই ঘটলো না। এ সম্বন্ধে কোন প্রকার নিদর্শনও দেখা গেল না। কিন্তু কুড়ি বছর পর খটনাক্রমে হযরত মীর্যা সাহেবের লিখিত পুস্তকাবলী আফগানিস্তানে পৌছালো এবং আফগানিস্তানের অন্তর্গত 'খোস্ত' শহরের সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেব কিছু বই-পুস্তক পেয়েছিলেন। সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেব তাঁর ধর্ম-পরায়ণতা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বজন-প্রিয় ছিলেন। সৈয়দ সাহেব তাঁর উচ্চ-বংশ মর্যাদার জন্য সাধারণভাবে 'শাহজাদা' অথবা 'সাহেবজাদা' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বই-পুস্তক পাঠ করে হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি আব্দুর রহমান নামক তাঁর জনৈক শিষ্যকে অনুসন্ধানের নিমিত্ত কাদিয়ান প্রেরণ করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে 'বয়েত' গ্রহণের জন্য অধিকার দান করেন এবং একথাও বলেন যে যদি তিনি (আব্দুর রহমান সাহেব) নিজেও ভাল মনে করেন তো 'বয়েত' গ্রহণ করতে পারেন। সৈয়দ সাহেবের নির্দেশ মত মৌলভী আব্দুর রহমান কাদিয়ান রওয়ানা হলেন। তিনি কাদিয়ানে পৌছে হযরত মীর্যা সাহেবের সত্যতা উপলব্ধি করে ততক্ষণাৎ নিজে বয়েত গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের আরো কিছু বই-পুস্তক নিয়ে দেশে ফিরে আসলেন। তিনি সর্বপ্রথম রাজধানীতে গেলেন। দেশের বাদশাহকে তাঁর নব-আবিষ্কারের বিষয়টি সম্বন্ধে জানানোর জন্য। কিন্তু কতিপয় লোক তাঁর পূর্বেই বাদশাহকে এ বিষয়ে জানায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে : তারা বাদশাহকে জানায় যে হযরত মীর্যা সাহেবকে 'মসীহ' বলে বিশ্বাস করার কারণে মৌলবী আব্দুর রহমান ধর্মত্যাগী হয়েছেন এবং ধর্মত্যাগের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আবশ্যক। বাদশাহকে বিরুদ্ধবাদীরা খুবই প্রভাবিত করে, যার ফলে মৃত্যুদণ্ডের 'ফতোয়া' স্বাক্ষর করানো হয় এবং মৌলবী আব্দুর রহমানকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ
'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

প্রফেসার আব্দুস সালাম অভিনন্দিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৈনিক 'জং (রাওলপিণ্ডি) :

সউদী আরবের সাহজাদা মোহাম্মদ বিন ফয়সাল আল-সউদ এবং লিবিয়ার ইব্রাহিম আল-মুনতাসিরের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন

"এ গৌরবপূর্ণ সম্মান মুসলমানদের জন্য অতীব সুখাবহ এবং অনন্দের কারণ। আমরা আপনার সাফল্যে আনন্দিত এবং আপনার জন্য দোওয়া-রত।"

"আপনি বিশ্ব জোড়া মুসলমানদের জন্য যে সম্মান অর্জন করিয়াছেন, উহাতে মুসলমান ভ্রাতা হিসাবে আমরা অংশীদার"।

"লণ্ডন, ২ রা নভেম্বর—ইসলামী ব্যংকিং মুভমেণ্টের প্রধান শাহজাদা মুহাম্মদ বিন ফয়সল আল-সউদ, পাকিস্তানী প্রফেসার আব্দুস সালামকে ফিজিক্সে নোভেল পুরস্কার বিজয়ের জন্য মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি প্রফেসার আব্দুস সালামকে এক অভিনন্দন-পত্রে বলেন যে, 'আপনার এই সম্মান লাভ মুসলমানদের জন্য সুখাবহ ও অতীব প্রীতিকর। আমরা আপনার সাফল্যে আনন্দিত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়ায় নিয়োজিত যেন তিনি আপনাকে এই মহান কাজ অব্যহত রাখার জন্য স্বাস্থ্য এবং শক্তি প্রদান করেন।"

"ট্রিপোলী (লিবিয়া)-এর আল-ফাতাহ্ ইউনিভার্সিটির পিউপিলস্ কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল ইব্রাহীম আল-মুন্তাসির প্রফেসার আব্দুস সালামকে এই মহা সম্মান অর্জনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'আপনার নোবেল পুরস্কার লাভের সংবাদটি আমরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি। আমরা ইহাই অনুভব করি যে, আপনি নিজের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমানের জন্য যে সম্মান অর্জন করিয়াছেন উহাতে মুসলিম ভাই হিসাবে আমরা অংশীদার আছি।' ইব্রাহিম আল-মুন্তাসির প্রফেসার আব্দুস সালামকে লিবিয়া সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।"

(দৈনিক 'জং', রাওলপিণ্ডি, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৯ইং, ১ম পৃঃ)

দৈনিক 'ডন' (করাচী) :

প্রফেসার আব্দুস সালামের প্রস্তাবিত ইসলামী সায়েন্স ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত

লণ্ডন, ১৬ই নভেম্বর—নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসার ডঃ আব্দুস সালামের ইং১৯৭৩ সালে তাঁর প্রস্তাবিত 'ইসলামী সায়েন্স ফাউণ্ডেশন' কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী জিদ্দায় উক্ত ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। জিদ্দা ইউনিভার্সিটির অংক-শাস্ত্রের সুডানী প্রফেসার ডঃ সঈদ বিগত সপ্তাহে জিদ্দায় অনুষ্ঠিত ফাউণ্ডেশণের অধিবেশনে যোগদানের পর কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রেষ্টে (ইটালী) যাইয়া প্রফেসর আব্দুস সালামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইবার পর তাঁহার এই প্রতিভাসূচক অবদানের ক্ষেত্রে অধিকতর "পরামর্শ এবং দোওয়ার" জন্য প্রার্থী হন। উল্লেখযোগ্য যে, প্রফেসার সালামের উক্ত প্রস্তাব ইং ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে' স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। উক্ত সম্মেলনটিতে বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

(দৈনিক 'ডন' —করাচী, ১৬ ই নভেম্বর, ১৯৭৯ইং)

মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নেতার মন্তব্য :

দৈনিক 'ডন'—(করাচী) :

"আপনার এই অনন্যসাধারন সম্মান সমগ্র ইসলামী জগতের জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ।"

"প্রফেসার সালাম নোবেল পুরস্কার অর্জন করিয়া বিশ্বের মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের এবং নোবেল পুরস্কারের মাধ্যকার অন্তরায়কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।"

"১৬ই নভেম্বর—লণ্ডনস্থ মসজিদ এবং ইসলামী কালচারেল সেন্টারের ডিরেক্টর জাকী বাইজাভীর পক্ষ হইতে আয়োজিত নৈশভোজে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসার আব্দুস সালাম। উক্ত নৈশভোজে (যাহা রিজেন্ট পার্কস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিশ (২০) জন রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ব্রিগেডিয়ার এফ, আর, খান সহ যোগদান করেন।

ইসলামী জগত এবং মুসলমানদের মহা গৌরবের পাত্র প্রফেসার সালামের অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করিয়া ডঃ বাইজাভী বলেন—"প্রফেসার সালাম নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের এবং নোবেল পুরস্কারের মধ্যকার অন্তরায়কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, এবং এখন যেহেতু সেই দেয়াল ভূপাতিত হইয়াছে সেহেতু আমি আশা করি, মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের আরও অনেকেই তাহাদের গবেষণার উপর এই মহান স্বীকৃতি ও সম্মান লাভে সমর্থ হইবেন।"

"ইসলামি কাউন্সিল অব ইউরোপ"-এর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ সালেস এজামও বুধবার দিন ডঃ সালামের সম্মানে এক ভোজ-সভার আয়োজন করেন। উহাতে বহু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক, বিলাতস্থ মুসলমান এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ যোগদান করেন।

ইতিমধ্যে ডক্টোর প্রফেসার সালাম আলজেরিয়ার সায়েন্স ও টেকনলজি মন্ত্রী, লিবিয়ার শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ মোহাম্মদ শোমেল এবং লিবিয়ার এটমিক এন্যার্জির ডঃ জুমার পক্ষ হইতে মুবারকবাদের পত্রাদি প্রাপ্ত হন। এ সকল অভিনন্দনবাণীতে তাঁহারা বলিয়াছেন—"আপনার এই অনন্যসাধারণ সম্মান সমগ্র ইসলামী জগতের জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ।"

(দৈনিক 'ডন'—করাচী, ১৬ই নভেম্বর ১১৭ইং)

সচিত্র 'সন্ধানী' (ঢাকা) :

পাকিস্তানে আহমদীরা কি মুসলমান ?

"পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের অনেক দেশেই আহ্‌মদীরা মুসলমান বলে পরিচিত। আহ্‌মদীরা কালমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এবং যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম-এর ভিত্তি স্থাপিত আহ্‌মদীরাও তাই বিশ্বাস করে। ৭ই সেপ্টেম্বের ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের মাধ্যমে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করা হয়। সরকারীভাবে আহ্‌মদীদের অমুসলমান ঘোষণা করার পর সাংবাদিদের এক প্রশ্নের জবাবে আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের খলিফা নাসের আহ্‌মদ বলেন, 'সারা বিশ্বে আহ্‌মদী রয়েছে, পাকিস্তান বলতে গেলে সারা বিশ্বের মধ্যে ছোট্ট একটি দেশ। পাকিস্তান আহ্‌মদীদেরকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করাতে আমাদের তেমন কিছু যায় আসে না। যেদিন সারা বিশ্বে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণ করা হবে সেদিন আরও কিছু মন্তব্য করব।'

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিউরিটিকাল ফিজিক্সের ডিরেক্টর পাকিস্তানী বিজ্ঞানী ডঃ সালাম চলতি বছরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জনাব সালাম হলেন আহ্‌মদীর সন্তান। অধিকাংশ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল, মুসলমানদের মধ্যে জনাব সালাম নোবেল পুরস্কার পেলেন। এমন কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং বাদশাহ খালেদ সালাম সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুসলমান হিসাবে সালাম সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। তাই আমার প্রশ্ন, এখনও কি পাকিস্তানে সরকারীভাবে আহ্‌মদীদের অমুসলিম ঘোষণা বহাল রেখেছে ?

—খালিদ আহমদ
পলিটেকনিক, চট্টগ্রাম"

(সচিত্র 'সন্ধানী' ঢাকা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ইং)

সংকলন ও অনুবাদ :
মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

সংবাদ ঃ

কুমিল্লা-সিলেট জেলাওয়ারী ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ২রা ডিসেম্বর—আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমে গত ২রা ডিসেম্বর রোজ রবিবার এক দিনের জন্য কুমিল্লা-সিলেট জেলাওয়ারী ১ম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত কামিয়াবির সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত ইজতেমায় বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নায়েব সদর জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার নাযেমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব ও মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, মোতামাদ জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ কায়েদ জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব, ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ জনাব এ, কে রেজাউল করীম সাহেব ইজতেমায় যোগদান করেন। ভোর ৪টায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজ হতে ইজতেমা শুরু হয়। মোট ১৩টি মজলিসের মধ্যে ১১টি মজলিস হতে মোট ২১৮ জন খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করেন। মজলিসগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, ক্রোড়া, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ভাছুঘর, বাশারুক জামালপুর (সিলেট), কুমিল্লা, নাটাই ও তারুয়া মজলিশ উল্লেখযোগ্য।

সকাল ৮ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন তেলাওতের পর জনাব নায়েব সদর সাহেবের পরিচালনায় আহাদ পাঠ করা হয়। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ বিশেষ কারণ বশতঃ ইজতেমায় উপস্থিত হতে পারেন নাই এ কারণে চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং দোয়ার পর প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ইজতেমায় বেশ কিছু সংখ্যক খেদ্দোম ও আতফাল কুরআন তেলাওয়াত, নজম পাঠ, বক্তৃতা ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের ২য় অধিবেশনে কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব আজগর আলী খাঁ এবং নজম পাঠ করেন জনাব নূর-এ-এলাহী সাহেব। মোট তিনটি অধিবেশন হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করা হয়। জনাব বি, এ, সাত্তার খেদমতে দ্বীনের গুরুত্ব বিষয়ে, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে জনাব এস, এ নিজামী সাহেব, সিরতে-হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিষয়ে জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব বিষয়ে মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বিষয়ে মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে জনাব শায়িদুর রহমান সাহেব, এতায়াত নেজাম বিষয়ে জনাব এ, কে রেজাউল করিম সাহেব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। ১ম ২য় ৩য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আবদুল হাদী, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। (রিপোর্ট—মোতামাদ, বাঃ খোঃ আঃ)

কুমিল্লা জিলা আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১লা ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহ্‌মদী পাড়াস্থ মসজিদে মোবারকে কুমিল্লা জিলা মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বাজামাত নামাজ তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ফজরের নামাজের পর কুরআন শরীফের দরস, অতঃপর হাদিস শরীফ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মলফুজাত হইতে দরস দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন বাদ জোহর বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার নাজেমে আ'লা সাহেবের সভাপতিত্বে তেলাওয়াতে কুরআনে-পাক এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নজম পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতঃপর জনাব মাজহারুল হক সাহেব (মুতামাদ আনসারুল্লাহ্‌), জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব (চট্টগ্রাম),, জনাব নূরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, (চট্টগ্রাম), মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব যথাক্রমে কাসরে সলীব, জিকরে হাবিব, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব, 'ছোটদের প্রতি স্নেহ' এবং 'বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন' বিষয়ে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর নাজেমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব সমাপ্তি ভাষণে খেলাফতের গুরুত্ব ও আনসারুল্লাহর দায়িত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তারপর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং পার্শবর্তী সকল মজলিস সহ সিলেটের কয়েকটি মজলিস হইতেও আনসারুল্লাহ সাহেবান উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগদান করেন। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহ ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

৮ই ডিসেম্বর বাদ নামায-এশা উক্ত কার্যক্রম আরম্ভ হয় পবিত্র কুরআনের তেলওয়াত দ্বারা এবং আহাদ নামা পাঠ করান জনাব নজেম আলা সাহেব। রাত্রের অধিবেশন দোয়া, নযম উদ্বোধনী ভাষণ, জিকরে এলাহি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব সহ অধিকাংশ মেম্বারগণ। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ভোর ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত। এই অধিবেশনে নামাজ-এ-তাহাজ্জুদ বাজামাত অনুষ্ঠিত হয়, অতঃপর নামায ফজর ও দরসে কুরআন মজিদ, প্রাত ভ্রমণ দরসে হাদিস শরীফ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মলফুজাত হইতে দরস দেওয়া হয়। শরীর চর্চা পরিচালনা করেন শেখ আহমদ গনি সাহেব (ঢাকা)।এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশনে আনসারুল্লার দায়িত্বাবলী, জিকরে এলাহির গুরুত্ব, তরবীয়তে অওলাদ মালী কোরবানী, কবুলীয়তে দোয়া, খেলাফতের গুরুত্ব, দাড়ি রাখার ফজিলত, রসুলুল্লাই আমাদের আদর্শ, পর্দার গুরুত্ব, কুরআনের ফজিলত ও সৌন্দর্য্য, বা-জামাত নামাজের গুরুত্ব, শতবার্ষিকী প্রোগ্রামের কার্যক্রম, হায়াতে তাইয়েবা, অছিয়তের গুরুত্ব বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা সমূহ প্রদান করেন জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে মৌঃ আহমদুর রহমান, মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, মৌঃ নূরুদ্দীন আহমদ, মৌঃ মাসুদুর রহমান, মৌঃ গোলাম আহ্‌মদ খান, মৌঃ আজিজুর রহমান, মৌঃ সুজাত উল্লাহ, সামসুল আলম, আমান উল্লাহ খান, মৌঃ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম, মৌঃ বি, এ, এম, এ, সাত্তার, ডাঃ এম, এ, আজিজ (যয়ীমে আলা), এবং ডিভিশানেল কায়েদ জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব সারগর্ব বক্তৃতা প্রদান করেন। খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব জনাব আতা এলাহী সাহেব সুচারুরূপে পরিচালনা করে।

মজলিসে শুরায় আনসারুল্লার বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। সভার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন আমন্ত্রিত খোদ্দাম। (রিপোর্ট—যয়ীমে আলা, চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারল্লাহ)

শোক সংবাদ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পরিবারের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র মোহ্তারম নবাব মোহাম্মদ আহমদ খান সাহেব ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লা..... রাজেউন)।

রাবওয়া, ১৬ই নবুওত (নভেম্বর)—জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে এই মর্মান্তিক সংবাদটি জানান যাইতেছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র পরিবারের একজন বুজুর্গ সদস্য মোহ্তারম নবাব মোহাম্মদ আহ্মদ খান সাহেব আজ ভোর চার ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৯ সাল বয়স হইয়াছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ছিলেন—হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রাঃ) এবং হযরত সৈয়েদা নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বেগম মোহ্তারমা হযরত সৈয়েদা মনসুরা বেগম সাহেবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং হযরত কামরুল আম্বিয়া মির্যা বশির আহ্মদ সাহেব (রাঃ)-এর জামাতা। হুজুর (আইঃ) তাঁহার জানাজার নামায পড়ান এবং তাঁহাকে বেহেশতী মকবেরার আভ্যন্তরীণ চারদেওয়ালের ভিতরে সমাহীত করা হয়। হুজুর (আইঃ) ১৭ই নভেম্বর তারিখে জুমার খোৎবায় মরহুম সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন: "রাত্রিতে নবাব মোহাম্মদ আহমদ খান ইন্তেকাল করিয়াছেন। দীর্ঘকালীন অসুস্থতা কিছুই ছিল না। দুই-তিন দিন হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছিল। মনে হয় হাঁচি আসিয়াছে এবং ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হযরত নবাব মোহাম্মদ আহমদ খান (রাঃ) এর বড় সন্তানদের মধ্যে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। হযরত নবাব মোবারেকা বেগম (রাঃ)-এর গর্ভযাত দুই পুত্র। তন্মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। অত্যন্ত মুখলেস, নিষ্ঠাবান, আত্মোৎসর্গীত প্রাণ, দরবেশ-মেযাজ বুজুর্গ ছিলেন। আমি তাঁকে শৈশব হইতে জানি। একত্রে খেলা-ধূলা করিয়াছি, শিক্ষা-তরবিয়ত পাইয়া বড় হইয়াছি।" হুজুর মরহুমের মাগফিরাতের জন্য দোওয়ার আহবান করেন।

(আল-ফজল, ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭৮ ইং)

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্মুদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে, তেজগাঁ নিবাসী জনাব মুনিরুল হক সাহেব ১৩ই ডিসেম্বর ফজরের নামাজ বাজামাত আদায়ের পর প্রাতভ্রমণকালেই আকস্মিক অসুস্থ হইয়া পড়িয়া কিছুক্ষণের মধ্যে ইহলীলা ত্যাগ করেন। ইন্নানিল্লাহে ও ইন্না ইলাহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান, নিজামে-খেলাফতের অনুগত ত্যাগী আহমদী ছিলেন। এক স্ত্রী, চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় সকলকে আপন রহমতের ছায়ায় ধৈর্য ধারনের তওফিক দিন, তাহাদের সকল ক্ষেত্রে হাফেজ ও নাসের হউন। বন্ধুগণ মরহুমের রুহের মাগফিরাত এবং দারাজাত বলন্দির জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4. Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor